আমিতো উন্মাদিনী।

নাটক।

শ্রীশ্রীনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক
প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯০

বিজ্ঞাপন।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চৌধুরী জমীদার মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তৎপ্রণীত এই নাটকখানির গ্রন্থ-স্বত্ব (Copy Right) আমাকে দান করিয়াছেন। তিনি ষ্ট্যাম্প কাগজে যে দানপত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"প্রিয়সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রিয়সুহৃদ্বরেষু—

শ্রীশ্রীনাথ চৌধুরী, হরিপুর, পাবনা।

প্রিয়সুহৃদ্ গুরুদাস বাবু!

আপনি আমায় যেরূপ ভালবাসিয়া থাকেন, সেটি অতি পবিত্র। সেই ভালবাসাটি যেরূপ চিরবন্ধন-শৃঙ্খলে থাকিতে পারে, তচ্চিহ্নস্বরূপ আমার "উন্মাদিনী"কে আপনার সুকোমল করে অর্পণ করিলাম। আমার "উন্মাদিনী" প্রকৃত উন্মাদিনী বটে!—স্নেহের চক্ষে দেখিবেন;—কেন না উন্মত্তার মন—ব্যথিত না হয়।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় গ্রন্থকারগণ, আপনাপন রচিত গ্রন্থ স্ব স্ব সুহৃদ্বর্গকে উপহার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু আমি

সে পথের অনুসরণ করিলাম না। আমার এ উপহার-প্রদান ভিন্ন প্রকারের। এই মৎপ্রণীত "আমিতো উন্মাদিনী" পুস্তকখানির কাপি-রাইট আপনাকে অর্পণ করিয়া, ইহার যাবতীয় স্বত্বাধিকার দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে আপনাতে অর্শিল। ইহার সহিত আমার নামের এক-মাত্র সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন সংস্রব থাকিল না। অলমতিবিস্তরেণ।

বশম্বদ

শ্রীশ্রীনাথ চৌধুরী।

জমিদার।

হরিপুর।"

আমি তাঁহার এই নিঃস্বার্থ বদান্যতা-গুণে তৎসমীপে চিরজীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আমি শ্রীনাথ বাবুর নিকট দানস্বরূপ এই গ্রন্থ পাইয়া নিজব্যয়ে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে ইহা দ্বারা আধুনিক বঙ্গসমাজের তিলপরিমাণেও উপকার হইলে গ্রন্থকারের সহিত আমার আশা পূর্ণ হইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

প্রকাশক।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

১লা পৌষ, ১২৯০ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বিধুভূষণ	পল্লীগ্রামস্থ ভদ্র ব্রাহ্মণ।
কিশোরীলাল	নগরপ্রবাসী।
হেমাঙ্গসুন্দর	বিধুভূষণের বড় জামাতা।
রজনীকান্ত	ঐ ঐ ছোট ঐ।
চন্দ্রভূষণ	বিধুভূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
কেশব বাবু প্রমথ রায়	গ্রামস্থ ভদ্রলোক।
রঘু	বিধুভূষণের ভৃত্য।

স্ত্রীগণ।

বিদেশিনী	বিধুভূষণের স্ত্রী।
সৌদামিনী	হেমাঙ্গসুন্দরের স্ত্রী।
কামিনী	কেশব বাবুর স্ত্রী।
চপলা	বিধুভূষণের প্রতিবেশিনী।
মালতী	বারবনিতা।
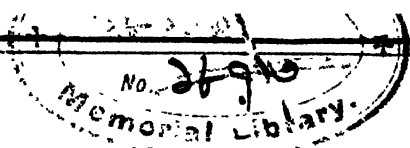
আমিতো উন্মাদিনী

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ছিন্নমস্তার মন্দির।

(বিধুভূষণ এবং কিশোরীলালের প্রবেশ)

বিধু। (ছিন্নমস্তাকে প্রণাম করিয়া) মা! নিস্তার কর। অনেক বৎসরের পরে বহু যত্নে ও পরিশ্রমে এবার তোমার পূজাটি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। এখন বৎসর বৎসর এইরূপ হলে গ্রামের মান, সম্ভ্রম সকলই বজায় থাকে। কিন্তু তা হবে, ভরসা হয় না। যে সকল যণ্ডামার্ক যুটেছে,

তাদের অবৈধ আচার ব্যবহারে দেবদেবীগণ ক্রমেই অন্ত-হিত হচ্ছেন। হা কলিকাল!

কিশো। (সবিস্ময়ে) তারা কি একেবারেই এত বয়ে গেছে যে, তাদের জ্বালায় দেবদেবীগণ আর পৃথিবীতে তিষ্টিতে পারেন না?

বিধু। সব খৃষ্টান নাস্তিকের মত ধরেছে, ওদের দেবতা ব্রাহ্মণ জ্ঞান নাই। তুমি চিরকাল বিদেশে থাক, দেশের কি অবস্থা ঘটেছে তা কিছুই জান না। শূদ্রদের মধ্যে দলাদলি হওয়াতে ছোঁড়াগুলো একেবারে এত ক্ষেপে উঠলো যে, মায়ের পূজো একেবারে বন্ধ করবার যোগাড় করে তুল্লে, বোধ হচ্ছে, যেন মা ছিন্নমস্তার বুঝি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হয়।

কিশো। মহাশয়, বলেন কি? শূদ্রের দলাদলিতে ব্রাহ্মণের ক্ষেপাক্ষেপী কেন?

বিধু। আরে তাতেও যে ব্রাহ্মণ আছে।

কিশো। আছে আছেই, তা আপনাদের কি? আপনারা তো আর শূদ্রের ঘরে খেতে যাবেন না?

বিধু। দলাদলি আর পদ্মার পাক এ দুই সমান;—যে নিকটে আসে, সেই তার মধ্যে পড়ে। আমরা তার এক পক্ষের নিকট শ তিনেক টাকা নিয়ে এই পুজোতে তাদের নিমন্ত্রণ করেছি, তাই ছোঁড়ারা ক্ষেপে উঠে বলে, যেমন ও

পক্ষের নিকট শ তিনেক টাকা নিয়ে ওদের নিমন্ত্রণ কোর্লেন, তেম্নি এ পক্ষের নিকটও টাকা নিয়ে এঁদের নিমন্ত্রণ করুন; তা আমরা কর্বো কেন? এতেই ষণ্ডামার্কগুলো ক্ষেপে উঠেছে। কালের স্বধর্ম্ম!

কিশো। এ সব সম্বন্ধে বুড়োদেরই সম্পূর্ণ দোষ।

বিধু। তাদের দোষ কি? তারা ব্রাহ্মসমাজও করে না, যীশুখৃষ্টও ভজে না যে, তাদের দোষ হবে।

কিশো। ব্রাহ্মধর্ম্মকে আপনি মন্দ বলেন?

বিধু। তা আর বল্‌ব না? অমন কপাল তো আর কিছুতেই পোড়ে না।

কিশো। ব্রাহ্মরা কি মদ খায়?

বিধু। না, মদ খায় না, তাতে আসে যায় কি?

কিশো। অন্য কোন দোষ আছে?

বিধু। শত শত। বলে শেষ করা যায় না।

কিশো। দুই একটা উল্লেখ করুন না।

বিধু। পরের নিন্দা করতে নাই।

কিশো। আপনারা কি পরনিন্দা কখনও করেন না? দলাদলির সময় কি হয়?

বিধু। দশজনের সাম্‌নে বলি। (সক্রোধে) আমরা পাজি লোক নই।

কিশো। মাপ কর্‌বেন।

(রঘুর প্রবেশ)

রঘু। কর্ত্তা বাবু বাড়ী চলুন, মা ঠাকরাণীর জ্বর হয়েছে, তাই আপনাকে ডাকৃতে এসেছি।

বিধু। জ্বালাতনই করলে, আমি এখন কাজে যাচ্ছি, বাড়ী যেতে পারব না।

রঘু। জ্বরটা ভারি হয়েছে।

বিধু। হোক, আমি এখন মা—এখন বাড়ী যেতে পারিনে।

কিশো। মহাশয়, যাওয়াটা উচিত বোধ হচ্ছে না?

বিধু। রোঘো! তুই এখন বিরক্ত করতে এলি কেন?

কিশো। মহাশয় রঘুর কথায় এত বিরক্ত হচ্ছেন কেন?

বিধু। চুপ কর বাবু, তোমার উপদেশ চাচ্ছিনে। বালক আসে বুড়োকে শিখাতে। কালের স্বধর্ম্ম!

[কিশোরীর প্রস্থান।

জ্বর হয়েছে দোষ ধরুক, আমি এখন যেতে পারিনে। বেটা জ্বরের খবর এনেছে, মরার খবর আনতে পারিস্ নি?

[বিধু ও রঘুর প্রস্থান।

——o——

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিধুভুষণের শয়নগৃহ।

(কামিনী এবং বিদেশিনীর প্রবেশ)

বিদে। এমন কপাল যেন কারও না হয়।

কামি। তুই ভাই যখন তখন এই কথা বলিস।

বিদে। আমি বলি! জ্বালায় বলায়। দেখ দেখি, বোন, একি সামান্নি জ্বালা? এমন জ্বালার চেয়ে সাত জন্ম বিধবা হয়ে থাকা ভাল।

কামি। এমন কথা মুখে আন্‌তে হয়?

বিদে। যথার্থ বল্‌ছি, এ জ্বালার চেয়ে সাত জন্ম বিধবা হয়ে থাকা ভাল। আর সইতে পারিনে বোন, আর সইতে পারিনে।

কামি। তোর কি জ্বালা যে এমন কামনা করিস্? জানিস্ নে হাতের শাঁখার কত মূল্য?

বিদে। (সরোদনে) বোন্!

যে জ্বালায় জ্বলে মরি কি বলিব সই,
ওলো কি বলিব সই !
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে আত্মঘাতী হই,
সই ! আত্মঘাতী হই।
মদ খেয়ে রাত্রি শেষে এসে পতি ঘরে,
এসে পোড়া পতি ঘরে।
যে যাতনা দেয় বলিব কাহারে,
সই ! বলিব কাহারে।
নয়নের নীরে ভাসি তাবৎ যামিনী,
সই ! তাবৎ যামিনী।
প্রভাত হইলে গালি দেয় ননদিনী
গালি দেয় ননদিনী।
বৃদ্ধ বরে দিল বিয়ে চক্ষু খেয়ে মায়,
ওলো চক্ষু খেয়ে মায়।
জ্বলন্ত যন্ত্রণানলে ফেলিল আমায়
হায়, ফেলিল আমায়।

(রোদন)

কাসি। আহা ! দিদি আর কাঁদিস্‌নে। তোর কান্না দেখে বুক ফেটে যায়।

বিদে। সত্যি ভাই, যদি ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিধবা হতে পারতেম্, তো বাঁচতেম্।

কামি। অমন কামনা করিস্ নে।

(চপলার প্রবেশ)

কামি। আয় আয় চপলা, ভাল আছিস্ বোন?

চপলা। যখন তোমাদের ভাল, তখন আমারও ভাল। কৈ বিদেশিনীর মুখে যে একটিও কথা নাই?

বিদে। ভাই, অভাগিনীর কাছে যে, একবার এলে—এই যথেষ্ট, বসো বসো।

চপ। (বসিয়া) হাঁলো বিদেশিনি! তোর এ ভাব কেন বল দেখি?

বিদে। আমার আর কি ভাব দেখ্‌লে বোন? এই ভাবেই চিরকালটা যাবে। ভাই, আমার [illegible] সংসার শূন্য। সংসারে আর এমন কি আছে, যাকে [illegible] সুখী করতে পারে? হৃদয় পুড়ে খাক হলো বোন, [illegible]।

চপ। বিদেশিনি! তোর শরীর [illegible] গেছে, [illegible] কালি হয়েছে। আহা! যে দিন বিদেশিনী[illegible], ঠিক যেন প্রতিমার লক্ষ্মীটি বলে বোধ [illegible] এখন কি হয়ে গেছে। সেই বিদেশিনী আর এই বিদেশিনী।

কামি। আহা বোন্! ওর যেমন দুঃখু এমন কারও না, দিবারাত্র কেবল কেঁদে কেঁদেই সারা হল, একটু যে

ভাল মুখে কথা কয়, এমন লোকটিও নাই। আহা! ওর দুঃখু দেখে আমাদেরই কান্না আসে।

বিদে। চপলা! আমার যম নাই। এখন আর ভাই, যাতনা সহ্য হয় না, সারা দিন উপোস করে থাকলেও কেউ বলে না যে, মুখেঁ একটু জল দেও। কেবল একটু কোন কৰ্ম্মে ক্রুটী হলেই, অমনি তিরস্কারের সীমা থাকে না। স্ত্রীকে কি এত কষ্ট দেওয়া পুরুষের ধৰ্ম্ম? পথের কাঙ্গালীকেও কেউ এত তাচ্ছল্য করে না। বোন্! ভালবাসা তো পেলেমই না, আমি ভালবাসা চাইনে। দুঃখের বিষয় এই (সরোদনে) একবার মনের সাধে ভালবাসতেও পারলেম না। যাকে রাতদিন দূর ছাই করা যায়, সে কি কখনও ভালবেসে সুখী হতে পারে?

কামি। ভাই, আর শুনতে চাইনে, শুন্তে শুন্তে কালা হলেম, পোড়া বিধাতা যে কি জন্যই আমাদের বঙ্গ-নারী করেছিলেন, তা আর বলতে পারিনে?

বিদে। সই! এখন যদি পোড়া বিধাতাকে পাই, তা হলে একবার দেখিয়ে দি যে, বঙ্গনারী সৃষ্টি করা কেমন মজা।

কামি। দেখ্তে দেখ্তে জন্মটাই গেল, আর বা কত কাল দেখাই।

চপ। (বিদেশিনীর প্রতি) তোমার সতিনঝি দুটী তো তোমাকে বেশ ভালবাসে ?

বিদে। হাঁ, তারা ভাল, আমাকে খুব ভালবাসে, কিন্তু শুনতে পাই, আমার যে দশা, বড় মেয়েটীরও সেই দশা নাকি।

চপ। তোমার বড় মেয়ে এখানে না ?

বিদে। হাঁ, এই সবে দু'দিন হলো এসেছে। আহা! বাছার দুঃখের কথা শুনলে বুক ফেটে যায়। জামাইটী নাকি এখন অত্যন্ত নেসাখোর হয়ে পড়েছে আর সর্ব্বদা বেশ্যালয়েই পড়ে থাকে। দশে পাঁচে এক আদ দিন ঘরে আসে। তা সেতো করতে পারে, তার অল্প বয়স। ভাই! আমাদের তিনিও এমন করে আমার কপালটা ভেঙ্গেছেন।

কামি। বলতে বলতে থেমে গেলে যে ?

বিদে। তোমরা কি আর আমার দুর্ভাগ্যির কথা শুননি ?

চপ। আর বলতে হবে না। এমন লক্ষ্মী যার ঘরে, তার এই কাণ্ড! আহা! এমন নিষ্ঠুর স্বামী কি কারও আছে ?

বিদে। তার দোষ দিও না বোন, আমার কপালের দোষ।

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদা। মা এখানে আছ নাকি ?

বিদে। হাঁ আছি, মা এসো। সৌদামিনী কোথায় গিয়েছিলে? এতক্ষণ দেখিনি কেন?

সৌদা। মা, আমি ও পাড়ায় মুক্তোদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলেম। মা, আজ তো জ্বর আসে নি?

বিদে। না সৌদামিনি, জ্বরজ্বারি মরণ আমার কাছে ঘেঁসে না।

সৌদা। মা! আজ অমন হয়ে রয়েছ কেন? চখের জল যে এখনও শুখয়নি? কাঁদছিলে কেন মা? তোমার দুঃখু দেখ্‌লে আমার বড়ই কষ্ট হয়, আমাদের মা নাই, জানি তুমিই আমাদের মা।

কামি। আহা! মেয়ে নয় ত যেন লক্ষ্মী।

বিদে। মা তোমরা সুখে থাক, তা হলেই আমার সুখ।

চপ। স্নেহ কি মধুর জিনিষ, দেখলেই মন গলে যায়।

কামি। ভাই, এখন বাড়ী যাই, বেলা গেল, আবার অনেক কাজ গলায়।

চপ। হাঁ চল যাই। (বিদেশিনীর প্রতি) যাইলো বোন, আবার কাল আস্‌ব।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিধুভুষণের শয়ন-গৃহ।

বিধুভূষণ এবং বিদেশিনী।

বিধু। ভাত কোথায় ঢাকা আছে? শিগ্‌গির খেয়ে যাব।

বি। শিগ্‌গির খেয়ে আমায় একাকিনী ঘরে ফেলে যাবে? আমার প্রতি কি একটু দয়া হয় না?

বিধু। যাও যাও ভাত এনে দাও।

বিদে। দিচ্ছি ভাত এনে। বলি, তুমি ছাড়া আমার কেউ নাই, আমার প্রতি একটু দয়া না?

বিধু। ভাত এনে দেও না? মিছে কথায় কাজ কি?

[বিদেশিনীর প্রস্থান।

(স্বগত) মালতী মম জীবন, মালতী মম ভুষণ,

মালতী মম হৃদয়-জলধি-রত্ন।

(বিদেশিনীর অন্ন লইয়া প্রবেশ)

বিদে। (অন্ন রাখিয়া) আমি একাকী কেঁদে রাত কাটাই, এ কি তুমি একবার মনেও ভাব না? চুপ করে রইলে যে?

বিধু। দেখেছি আজ আমায় ভাতটাও খেতে দিলে না? স্ত্রীলোকের কটূক্তি আর সহ্য হয় না।

বিদে। আমি কথা কইলে যদি তোমার খাওয়া না হয়, তো চুপ করে রইলেম। যাক আমার কপালে যা ছিল, তা হয়েছে। লোকে তোমার নিন্দে করে শুনে আমার বড় কষ্ট হয়।

বিধু। নিন্দে আবার কি? কে না এ করে থাকে? আর নিন্দে করে—আমারই করবে, তোমার তায় কি?

বিদে। আমার তায় কি! তুমি কি আমার কেউ না যে, তোমার নিন্দেয় আমার কষ্ট হবে না? এ যে বুঝ্‌তে পার না, শুদ্ধ আমার কপালের দোষে।

বিধু। হাঁ! আমি তোমায় বিয়ে করেছি। যেমন বিয়ে করেছি, তেমনি খেতে পর্‌তে দি, আর কি চাও?

বিদে। তুমি যদি আমায় খেতে পর্‌তে না দিয়ে বল তুই ভিক্ষা করে খা আর স্ত্রীর মত আমায় দেখ্, সেও আমার ভাল, কিন্তু অন্ন বস্ত্র দিয়ে এমন করে জীয়ন্তে মারা কে সহ্য করতে পারে বল? যখন লোকে আমার

মুখের উপরে বলে, তোর স্বোয়ামী রাত দিন ওখানে পড়ে থাকে, তখন আমার মনে কি হয় বল দেখি?

বিধু। কোন্ বেটা বেটীর সাধ্য যে এমন কথা বলে? তাদের নাম কর না, একবার দেখি তারা কেমন আর আমি কেমন?

বিদে। তাদের দোষ কি? তারা যা দেখে, তাই বলে।

বিধু। তাদের দোষ কি? আমি তাদের খাই, না তাদের টাকা নিয়ে উড়িয়ে দিই। আমার সক হয়, আমি একটু এ করি, তাতে কার বাপের কি হে? আমি পড়ে থাকি সেখানে, তাতে তাদেরই বা কি তোমারই বা কি?

বিদে। তোমার পায়ে ধরি আজ আর সেখানে যেও না।

বিধু। যাব না?—আমি এখনি যাব। আমার যা ভাল লাগে, তাই করব। আমি কার বাপের তক্কা রাখি? আমি কারও কথা শুনব না। আমি একটু মনের সুখে কাল কাটাই, বেটা বেটীরে তা করতে দিবে না। যিনি যা বলেন, আমি আজ্ঞা বলে তাই করি যদি, তা হলে সবার মনের সাধ মেটে। আমার কোন পুরুষে তা করে নি, শম্মারামও তা করবেন না।

বিদে। তোমার ঝি জামাই হয়েছে, তোমার এমন করাটা ভাল দেখায় না। তুমি প্রাচীন হতে গেলে, সেই-রূপ চলাই ভাল।

বিধু। আমি প্রাচীন হয়েছি, আর বুঝি মনে ধরে না।

বিদে। তুমি অন্যায় বোঝ কেন? আমি কি তাই বল্‌ছি? আমার যে প্রাণ বধেছ, তাও যদি মনে না কর, তোমার যে মান সম্ভ্রম কমে যাচ্ছে, সেটাও তো মনে করা উচিত।

বিধু। থাম থাম, অনেক হয়েছে। একটা মেয়ে মানুষ—সে এল আমাকে বুঝুতে, এমনি কালের স্বধর্ম্ম!

বিদে। দেখ দেখি তোমার এমন দুরবস্থা হয়েছে, আমাকে তোমার বুঝুতে হচ্ছে। যদি তুমি আপনি বুঝ্‌তে, তা হলে আর কারও বোঝাবার দরকার হত না। তুমি বলে থাক, কতক গুলো অধার্ম্মিক লোকে দেশটা মজালে, বলি একি অধর্ম্ম নয়?

বিধু। কি বল্‌ছ?

বিদে। বলি তোমার এ কাজটা কি অধর্ম্ম নয়?

বিধু। রাত অনেক হয়েছে, আজ আর ভাত খেতে দিলে না।

বিদে। ভাত খেতে বস, আমি বাতাস দিচ্ছি।

বিধু। আর বাতাসে কাজ নাই, কথাতেই যথেষ্ট ঠাণ্ডা করেছ। কিছু বলি নে বলে আস্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছে, তাতেই এত গাল দিতে সাহস হয়। রেখে দাও তোমার ভাত, আমি চল্লেম। (গমনোদ্যত)

বিদে। (হস্ত ধরিয়া) আমার মাথা খাও, যেও না।

বিধু। আমি যাবই, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও আমায় ধরে রাখতে পারবে না।

বিদে। তবে চারটে খেয়ে যাও। তুমি চারটে খেয়ে গেলেও আমি কতক সুখী হব এখন।

[বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান।

বিদে। যেও না, যেও না, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে যেও না। অভাগিনীকে জ্বালার উপর জ্বালা দিয়ে যেও না। চলে গেলে! আমি ভালর জন্য দুটো কথা বল্‌তে গেলেম, তার বিপরীত ফল ফল্‌ল। এত করে বললেম কিছুতেই কিছু হল না, আমার কপাল দোষে ওর মন এত কঠিন হয়েছে। জানি যে, হাজার বলি কই, কিছুতেই কিছু হবে না, তবে কেন এ বলতে গেলেম! লাভে হতে হল, চারটে ভাতও খেলে না। কি দুষ্কর্ম্মই করেছি, আমারই দোষে আজ রাত্রে অনাহারে থাকবে। যদি কিছু না বলতেম, তা হলে আরও কিছুক্ষণ থাকত, আহার করে যেত, তা দেখে তবু একটু তৃপ্তি হত। হায় কপালে এত ছিল! আর ত্রিসংসারে অভাগিনীর কেউ নাই! (দীর্ঘনিশ্বাস) হায়! মা আমার শত্রু হয়ে অর্থলোভে এই নিষ্ঠুর কার্য্য করেছেন—জন্মের মত আমাকে দুঃখ-সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছেন। এখন দু'দিন যে বাপের বাড়ী

গিয়ে থাব্ব, তারও যো নাই। জগদীশ্বর আমার সকল পথই রুদ্ধ করেছেন। (রোদন) আর মালতী,—মালতীই আমার কাল, আমাকে এক দিনের তরেও স্বামিসহবাসে সুখী হতে দিলে না। কেবল যন্ত্রণাই ভোগ করলেম, আমি ইহজন্মে কখনও কারও মন্দ করি না, তবে কেন আমার অদৃষ্টে এমন হল? বিধাতা আমাকে নষ্ট করলেন? হা বিধাতা! তোমার মনে কি এই ছিল? হা কপাল! (কপালে করাঘাত)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক!

বিধুভুষণের বাহির বাটী।

(ভৃত্য সঙ্গে হেমাঙ্গসুন্দরের প্রবেশ)

হেমা। (কাহাকেও না দেখিয়া) বেটা শ্বশুর গোয়াল খালি করে বুঝি মাঠে চরতে গেছে। বাবা, ভাল মালতী

পেয়েছ। শালী তোমার নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। (ভৃত্যের প্রতি) মধো! এক ছিলিম সাজ, একা বসে দম দি। আহা! (হুঁকো টানিতে টানিতে এখন আমিই বা কে, নবাব সিরাজদ্দৌলা বা কে? মধো! বাবা মধুসূদন! আয়, তোয় আমায় এখানে দু জনে রাজত্ব করি। বুঝলি মধো? দুনিয়া শুদ্ধ লোক গেঁজেল না হলে মজা নেই, তা হলে চাঁদের হাট। বেটা শ্বশুর মাতাল, মদের মাতাল, মালতীর মাতাল, বুঝলি মধো? মালতী শালীকে কলকেয় সাজলে গাঁজার কাছে লাগে না।

(বিধুভূষণের প্রবেশ।)

বিধু। আরে কেও বাবাজি কতক্ষণ?

হেমা। এস বাবা শ্বশুর! তোমার আছে মালতী, আমার আছে গাঁজা। বল দেখি কে বড় লোক?

বিধু। (স্বগত) হা মূর্খ! কাকে কি বলে, তাও জান না? (প্রকাশ্যে) আছ ত ভাল?

হেমা। ভাল না ত কি? কবে মন্দ হয়েছি? হেমাঙ্গ-সুন্দর চিরকালই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাবা!

মধু। (জনান্তিকে) হেম বাবু! তোমার শ্বশুরকে প্রণাম করলে না?

হেমা। দুঃশালা, তুই প্রণাম কর। ও তোর শ্বশুর— আমার সেকেলে ইয়ার।

বিধু। না না আর প্রণামে কাজ নাই। শ্বশুরবাড়ী এসে বেলকমো জুড়ে দিলে? ক্ষান্ত দাও।

হেম। তুমি মালতীর বাড়ী যাওয়া ক্ষান্ত দাও।

বিধু। বাপু, অনেক দিনের পর এসেছ বেশ হয়েছে।

হেমা। এক কথায় দুরস্ত! হবে না কেন, হেমাঙ্গসুন্দ-রের শ্বশুর বটে তো। শ্বশুর মহাশয় প্রণাম করি।

বিধু। চিরজীবী হও। পরিশ্রমটা বড় হয়েছে।

হেমা। আর পরিশ্রম নেই বাবা। এক টানেতে পরি-শ্রম তোমার মালতীর বাড়ী ছাড়িয়ে গেছে।

বিধু। রঘু! রঘু! এ দিকে আয়।

হেমা। আহা! শ্বশুরের কেমন গলার স্বর, যেন গোকুলের বংশিধ্বনি! নইলে কি সেই রাইবিনোদিনী ভোলে!

(রঘুর প্রবেশ)

রঘু। কত্তা বাবু! ডাক্ছেন কেন?

বিধু। আরে তোদের জামাই বাবু এসেছেন, শিগ্গির শিগ্গির জল খাবার উদ্যোগ করে দে।

হেমা। (স্বর করিয়া) 'তোদের জামাই এলো তামাক সেজে দেগো' আহা বেশ।

রঘু। (স্বগত) ও—সেই নিব্বংশের বেটা! আমি ভেবেছিলেম ছোট জামাই বাবু।

হেম। রঘু! দাঁড়াও বাবা। তামাক সেজে দেগো!

বেটা! তুই আমার শ্বশুরের চাকর হয়ে এত বে-রসিক। গাঁজা সেজে নে আয়?

[রঘুর প্রস্থান।

বিধু। তবে বাবাজি কি বাড়ী হতেই এলে?

হেমা। আজ্ঞে বাড়ী হতেই এলুম, বাবুর মাঠ থেকে না। অনেক দিবস মহাশয়দের পাদপদ্ম দর্শন করতে পাই নাই, তাইতে বড় বিরহ-যন্ত্রণা হয়েছিল। থাকতে না পেয়ে বেরিয়ে এসেছি।

বিধু। ভাল তোমার মা তো ভাল আছেন?

হেমা। মা জননী ভাল আছেন। তবে কি এখন বৃদ্ধ বয়েসে গাঁজার ধোঁয়াটা সইতে পারেন না। এখন গেলেই ভাল, তাঁরও মঙ্গল, আমারও মঙ্গল। শ্বশুর মহাশয়! বাবা ভাল আছেন তো?

বিধু। যে দিন যায় সেই দিন ভাল।

হেমা। যে রাত আসে সেই ভাল। দিনের উপর এত চটেছেন কেন? দিনের বেলাও তো বাড়ীতে থাকেন না।

(রঘুর পুনঃপ্রবেশ।)

রঘু। কর্ত্তাবাবু! জামাই বাবুকে নিয়ে আসুন।

বিধু। হাঁ যাই। (হেমাঙ্গসুন্দরের প্রতি) চল বাপু, জল খাও গে।

হেমা। হাঁ চলুন।

আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা নাচিয়া নাচিয়া॥

(আস্তে আস্তে হুঁকায় টান ও নৃত্য।)

বিধু। এই দিগ দিয়ে এস।

হেমা। আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা হেলিয়া দুলিয়া॥
আমার পা চল চল চল না।
ভগীরথের ভাগীরথীর মত চল চল চল না।
উপযুক্ত শ্বশুরের উপযুক্ত জামাইয়েরর মত,
চল চল চল না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিধুভূষণের বৈঠকখানা।

হেমাঙ্গসুন্দর আসীন। রজনীকান্তের প্রবেশ।

রজনী। (উপবেশন করিয়া) আপনকার নিবাস?

হেমা। ইয়ার ছোকরা তুমি না জেনে শুনেই নিবাস জিজ্ঞাসা কর? আমি যে বিধুভূষণ মৈত্রের বড় ইয়ার, বুঝ্‌লে? হা! হা! হা! আমি বড় জামাই। দেখে চিনতে পার না?

রজনী। মহাশয়! জানবো কি করে, আপনার গায়ে তো আর ছাব দেওয়া নাই?

হেমা। আমি কি গরু যে, আমার গায়ে ছাব দেওয়া থাকৃবে? হি! হি! হি।

রজনী। দোষ কি, সামান্য জ্ঞান যার নেই, সে গরুর মধ্যে গণ্য।

হেমা। পাখা না উঠতেই উড়তে শিখেছ বাবা?

অতি নাবালক! এখন এঁচোড় বাবা, বাতি এঁচোড়, তোমার বাড়ী কোথায়?

রজনী। এই নিকটেই পদ্মার পার।

হেমা। নামটা কি?

রজনী। শ্রীরজনীকান্ত শর্ম্মা।

হেমা। বেশ নামটী। এখানে কোথায় এসেছ?

রজনী। শ্বশুরবাড়ী।

হেমা। তোমার শ্বশুর কে হে? কোন্ শালার জামাই তুমি বাবা?

রজনী। আজ্ঞে এই বিধুভূষণ মৈত্র মহাশয়ের।

হেমা। শ্বশুরের জামাই? তুমি সম্বন্ধি বিশেষ। তাই-তেই তোমার প্রতি দেখিবা মাত্রই বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়েছে। যা বল বাবা, এখন ছোট জামাতা বাবাজী তোমাকে দেখে বড় খুশী হলেম?

চন্দ্র। একি চাঁদের উদয় যে? ছোটবাবাজী কোথেকে?

রজনী। আজ্ঞে বাড়ী হতেই এসেছি, প্রণাম হই।

চন্দ্র। বেঁচে থাক, বস।

হেমা। তবে তো তুমি আমার ভায়রা ভাই হলে?

রজনী। প্রণাম করি।

হেমা। পড়া শুনা হয়ে থাকে?

রজনী। আজ্ঞে ঢাকা কলেজে পড়ি।

হেমা। বেশ ভাই বেশ! আমি একটী শ্লোক্ বলি তাহার অর্থ কর দেখি?

রঞ্জনী। বলুন শোনা যাক্।

চন্দ্র। তোমরা বসো, আমি একবার কেশব বাবুদের নিকট হতে আসি।

হেমা। মহাশয়! যাবেন না, যাবেন না, একবার শ্লোকটা শুনে যান। ছোট জামাই বাবাজী, শ্লোক শুনে যেন চম্পট দিও না।

চন্দ্র। বাপু হে! আমি আর ও কি শুন্‌ব?

হেমা। আপনি শুন্‌বেন না—শুনবে কে? বাবা! জহরীতে জহর চিনে। দেখুন আমার বিদ্যের দৌড় কত, দেখুন না বড় বাবাজী না পড়ে পণ্ডিত, ছোট বাবাজী পড়ে মূর্খ। (রঞ্জনীর থুথিতে হস্ত দিয়া) আমার চাঁদবদন! মূর্খ বল্‌লেম বলে চটো না, আমি বাবা আদর করে বল্‌লেম।

চন্দ্র। হাঁ তুমি যে বিদ্বেন্ তা আগেই জানা আছে, তবে দাদা না বুঝে মেয়েটার মাথা খেয়েছেন! বাপু হে! ছোট বাবাজীর সাধ্য কি যে তোমার সঙ্গে পারেন? তোমরা বস আমি আসি।

[চন্দ্রভূষণের প্রস্থান।

হেমা। যা শালা ভাগ্‌লি? ভয় পেয়েছ! আমার ছোট ইয়ার! এখন তোমায় আমায় বোঝা পড়া।

রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ
কক্ষাচ্চ্যুতহেমঘটস্তরুণ্যাঃ
সোপানমারুহ্য চকার শব্দং
ঠনং ঠনং ঠঃ ঠঠনং ঠঠংচ্ছঃ ॥

এই শ্লোকটার অর্থ কর দেখি।

রজনী। মহাশয়! আমি এ শ্লোকের অর্থ জানিনে।

হেমা। (হাস্য করিয়া) পারলে না ইয়ার! বাবা! এ বি+এল এ বেল্, সি এল এ ক্লের কাজ নয়। শোন, আমি এর অর্থ করি। অর্থাৎ ঠঠং ঠঠং শব্দে রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ আর ঠনং ঠনংচ্ছঃ চকার শব্দং ঐ রমণী সকল এখন বুঝতে পারলে তো? না পার নি, মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ ঐ সকল রমণী যখন চকার শব্দে সোপান পরে গেল, তখন সোপানটা মেজে ঘোসে পরিষ্কার রাখ্‌তেই হয়। এই অর্থ মৎপ্রণীত ছুছুন্দরী নাম্নী কাব্যে আছে, এতে সাপও নাই, ব্যাংও নাই, সোজা সুজী কথা। কেমন, হয়েছে তো বাবা? (মস্তকে হস্ত দিয়া) যদি হয় নাই বল, তবে বাবা তোমাকে স্বয়ং ধন্বন্তরী এলেও বোঝাতে পারবে না।

রজনী। আপনি শ্লোকের চমৎকার অর্থ করেছেন।

আপনি অপূর্ব্ব জ্ঞানী, দিগ্‌গজ পণ্ডিত, আপনার সঙ্গে লাগে কে?

হেমা। হুঁ হুঁ! ভাই হে দেখ আমি যেমন পণ্ডিত, তুমি তেমনি সুশীল। আচ্ছা বাবা, মানুষ-মারা শাস্ত্রের কিছু জ্ঞান?

রজনী। সে আবার কেমন?

হেমা। দুগ্ধপোষ্য বালক, মানুষ-মারা শাস্ত্র কি জান না? চিকিৎসা শাস্ত্র, শালারা একেবারে ধনে প্রাণে মারে।

রজনী। আজ্ঞে চৈতন্য হয়েছে।

হেমা। বেঁচে থাক বাবা! বড় জামায়ের ভায়রা ভাই, অতি সুবোধ। সময়ে মেওয়া ফল্‌তে পারে। শোন—

ধুতূরার বিচি আর, জামিরের মৈল।
কলুর দোকান হতে, এক ডাকের তৈল॥
সাপুড়ের কাছে থেকে, সাপের আটালি।
শ্মশানের বেলগাছ, খোলা-ভাজা বালি॥
একমুখে রুদ্রাক্ষ, হরীতকী আর।
জেলের জালের কাঠী, কুলের আঙ্গার॥
শুঁড়ীর দোকান হতে, মদ এক সের।
ঘটী-ভরা গঙ্গাজল, এক নিশ্বাসের॥

একত্র করিয়া এই, সকল জিনিষ।
যে পীড়া হউক না কেন, করিবে মালিস॥
আরোগ্য হইবে এতে, ওস্তাদের বলা।
বৈদ্য খাবে ঘন দুগ্ধ, চিঁড়ে চিনী কলা॥

কেমন শুন্‌লে তো? হি! হি! হি!

রজনী। (ঈষৎ হাস্য) আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রেই বিশারদ। মহাশয়! আপনার সঙ্গে কে পারবে? আপনি পাহাড়ে সভ্য! বোধ হয় আপনার সঙ্গে গারো সাঁওতালদিগের বিশেষ পরিচয় আছে।

হেম। থাকবে না কেন, বাবা? ভাল, ইয়ার, তুমি গাইতে পার?

রজনী। আজ্ঞে না, আপনি গান, শুনি, আপনি রসিক পুরুষ, সংগীতে তো অপটু নন।

হেমা। শুনবে ইয়ার, বাবা গ'লে যেও না, তা হ'লে শ্বশুর ঠাকুর পান করে ফেলবেন।

(গীত)

সই রে আমার সেওড়া গাছের হনুমান।
তার রূপে যায় অঙ্গ জোলে, মন করে আন চান।
যার দিকে এক বার চায়, বোধ হয় তারে ধরে খায়,
আবার,—
কাকে কাকে পাকে পাকে, হুস করে বের্ করে প্রাণ।

(রঘুর প্রবেশ।)

রঘু। বাবু সকল আহারে চলুন, স্থান হয়েছে।

হেমা। আহার বলতে নাই অশুদ্ধ হয়। (রজনীর প্রতি) গানটী শুনলে তো? কেমন ভাব লেগেছে?

রজনী। আজ্ঞে, বেশ গান শুনলেম।

রঘু। ধোপারা যে গান শুনে দড়ি নিয়ে আসে নাই এই রক্ষে।

হেমা। একটা গদ্দি করলে। বেশ বলেছ বাবা, তারা কালেজেই যায়। জামাই বাবাজি, চল। রঘুনাথ দশরথ-তনয় শ্যামল শান্তমূর্ত্তি। নূতন জামাই, নূতন শ্বশুরকে যত্ন করে বাড়ির মধ্যে নে যাও রঘুনাথ।

রঘু। মহাশয়! আপনার কি কাণ্ডজ্ঞান নাই? কি ছিলেন কি হয়েছেন?

হেমা। এক কাণ্ড কেন, সাত কাণ্ড জ্ঞান আছে। বাবা লঙ্কাকাণ্ডের মত কোন কাণ্ডই না। বলিহারী তোমার বাহাদুরী।

রঘু। এখন চলুন।

হেমা। চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মালতীর বাড়ী।

মালতী এবং বিধুভূষণ।

মালতী। তা যদি তুমি তোমার স্ত্রীর মমতা পরিত্যাগ কর্‌তে না পার, তবে আর আমার নিকট এসো কেন? এখনি এখান হতে দূর হও, যে সকল দ্রব্য দিয়েছ সমুদায় ফিরে নিয়ে যাও, তুমি যেমন মানুষ তা আমি ভাল করেই চিন্‌লেম। আমাতে আর তোমার প্রয়োজন কি? আমিতো প্রিয়জন নই? যে তোমার ভাল জিনিষ তাকেই ভাল বাস গে; আমি না হয় তোমার নাম নিয়ে ভিক্ষা মেগে খাব, সেও ভাল। কথায় আছে "খালী গোয়াল ভাল, তবু দুষ্ট্‌ বলদে কাজ নাই।" তুমি সেই দুষ্ট্‌ বলদ, তোমার মুখে মধু, অন্তরে বিষ, তুমি কখনই মানুষ নও, নৈলে সে দিন সারা রাত্তির আমাকে একলা ঘরে ফেলে তুমি স্ত্রীর সঙ্গে বিহের করতে গেলে, আমি চাতকের মত কেবল পথ পানে চেয়ে রইলেম। এখন তুমি দিন পেয়েছ আমার প্রতিও অনাদর হয়ে উঠেছে। ভাল, যদি পরমেশ্বর থা-

কেন, তবে এর বিচার কর্‌বেন। (ঊর্দ্ধে হস্ত তুলিয়া) হে জগদীশ্বর! আমি যদি এর ভাল করে থাকি, তবে যেন আ-মার ভাল হয়, আর যদি মন্দ করে থাকি, তবে যেন আমার মন্দই হয়। অধিক আর কি বল্‌ব। (ঘোমটা টামিয়া মান)

বিধু। মালতী আমার গলার হার,
মালতী-রতনে করেছি সার।

মালতী। (আরো ঘোমটা টানন)

বিধু। "ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম জলধিরত্নং।"

জান, জান। তুমি কেন অকারণ মান করে থাকৃলে? আমি ত কোনই অপরাধ করি নাই, তবে কেন তুমি এমন হলে? একবার কথা কও, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক, জন্ম সার্থক হউক, আমি তোমার আজ্ঞাধীন দাস, আমার উপর কি রাগ করতে আছে? তুমি মুখে কাপড় দিয়ে বসেছো, তাতে বোধ হচ্ছে যেন দুরন্ত রাহু চন্দ্রকে গ্রাস কোরেছে। আহা! এও কি সহ্য হয়? আমি তোমা ভিন্ন জানিনে, শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, উপবেশনে ও আহ্নিকে কেবল তোমার মুখপদ্মই ধ্যান করি, তোমার মধুর নামটীই জপ করি, তবে এ জেনে শুনেও কেন মান কর? এস একবার কোলে এস, তোমাকে কোলে লইয়া চরিতার্থ

হই, আর যদি এমনি অপরাধী হয়ে থাকি, তবে তুমিই কেন শাস্তি প্রদান কর না? তা হলেই তো হতে পারে? এস ঐ চরণ দ্বারা প্রহার কর। (করযোড়ে সুরের সহিত) "মান-ময়ী মানে ধৈর্য্য ধর। তব মানে বংশীধর, অধরে না ধরে বংশী আর।"

মালতী। তবে তোমার প্রতি সদয় হই, যদি তুমি আমাকে বিয়ে কর।

বিধু। সর্ব্বনাশ! তা কেমন করে হবে? তুমি হলে বেশ্যা, তোমার সঙ্গে কিরূপে বিয়ে হবে।

মালতী। হবে না কেন? সে দিনও বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে বেশ্যা-বিয়ে হয়ে গেল।

বিধু। (সবিস্ময়ে) বেশ্যা-বিয়ে হয়ে গেল? কৈ আমরা তো এখন শুনি নাই, আমরা শুনেছি যে বিধবার বিবাহই হয়েছে।

মালতী। আমার কাছে অ-জানা নেই, আমি সকলি জানি। যার বিয়ে হলো সে আমার দিদি হয়, সে আর আমি এক সঙ্গেই বের হয়ে আসি।

বিধু। হুঃ—

"সিমূলে জন্মিলে মধু, বিপদকালে গায় নিধু,
বেশ্যা হলো কুলবধূ দেখে লাজে মরি।"

কালে কালে আর কতই হবে!

মালতী। সে কথা থাক্, এখন কাজের কথা বলো, আমাকে বিয়ে কর্‌বে কি না ?

বিধু। (স্বগত) এখন কি করি ? যদি না বলি, তবে পুনরায় মান কর্‌বে। যা হ'ক, এখন আশ্বাস দেওয়া কর্ত্তব্য, (প্রকাশ্যে) ভাল, তোমাকে বিয়ে কর্‌ব, তাতে চিন্তা কি ? এখন হলো ?

মালতী। তা হবে না, এখনি কর্‌তে হবে।

বিধু। (ঈষৎ কোপে) কি আপদ, এ যে কিছুতেই বুঝে না, কিছুই শুনে না ?

মালতী। (সক্রোধে) কি ?—আমাকে আপদ বল্লি, আমার কথা শুন্‌লিনে ? যা—এই তোর সঙ্গে আমার দেখা শুনা।

বিধু। (মৃদুস্বরে) আজ অবধি আমিও ক্ষান্ত দিলাম। জান্‌লেম যে, বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন কেহই আপন নয়, এখন হ'তে তাকেই ভালবাস্‌ব, আর এমন ঝকমারি কাজে লিপ্ত হব না। সে বাস্তবিক আমায় ভাল বাসে। আমি তাকে এত জ্বালা যন্ত্রণা দিই, তবুও সে একটী কড়া কথা বলে না। যে আমা ভিন্ন জানে না, তাকে আমি পায়ে করে ঠেলেছিলাম, এখন সে পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) হাঁ রে দুশ্চারিণি, তোর মুখ দর্শন করব না।

[প্রস্থান।

মালতী। (ক্রোধের সহিত) তুমি তোমার মেগের কাছে চল্‌লে? হাঁরে সর্ব্বনেশে! মনে ভেবেছ, মেগের পাদ-প জল খাবে. এ মালতী বর্ত্তমানে তা হবে না, হবে না, হবে না! তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাব, তবে আমার নাম মালতী। দেখি, তুই কেমন বামন! এত বড় কথা---আমি হলেম আপদ, সে ওঁর কোল-সোহাগী! দাঁড়াও না একটু, খেঙ্গরা দিয়ে তোমার ভুত ঝাড়াই।

[বেগে মালতীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বিধুভূষণের শয়ন-গৃহ।

বিদেশিনী আসীনা, বিধুভূষণের প্রবেশ।

বিধু। (স্বগত) হায়! যাকে বিবাহ করে অবধি ভাল মুখে কথা বলিনি, যাকে সর্ব্বদা কটু বাক্য বলেছি, যাকে দেখা মাত্র দূর দূর করেছি, আজ কেমন করেই বা তার সঙ্গে আলাপ করব? আহা! কেনই বা এত দুষ্কর্ম্ম কর্‌লেম!

নির্দোষীর হৃদয়ে কত বেদনা দিয়েছি, এখন তার পায়ে ধর্‌লেও আমার অপমান হবে না। (প্রকাশে বিদেশিনীর প্রতি) আমার অপরাধ হয়েছে ক্ষমা কর, আমি না জেনে শুনে তোমাকে যৎপরোনাস্তি জ্বালাতন করেছি, আমার মতিচ্ছন্ন দশা হয়েছিল। তাই এমন পাষণ্ড হয়েছিলেম। (হস্ত ধরিয়া) আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

বিদে। (ক্রন্দন করিতে করিতে) তোমার এ দুঃখিনীকে কি মনে আছে?

বিধু। আমি এত অন্ধ ছিলেম, এখন আমার চোক ফুটলো। তোমার ভালবাসা দেখে আমার চৈতন্য হ'ল। তুমি যে এই জঘন্য নরাধমকে ভালবেসেছিলে সেই আশ্চর্য্য!

বিদে। স্বামী স্ত্রীর একমাত্র গতি, স্বামীকে ভাল না বেসে কেউ থাকতে পারে?

বিধু। আমি আজ অমূল্য রত্নের মূল্য বুঝ্‌লেম। বাক্যও মধুময়, হৃদয়ও মধুময়। কুহকিনী আমার মনুষ্যত্ব হরণ করেছিল, আর তার মুখ দেখ্‌ব না।

বিদে। যদি মালতী এখানে এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যায়?

বিধু। তার বাপের ক্ষমতা যে আমার সামনে আর সে আসবে?

বিদে। তাকে কি ভুলতে পারবে? আমার ভয় হচ্ছে পাছে আবার সেই ফাঁদে পড়।

বিধু। আমি দিব্যি করে বল্‌ছি, তার মায়ায় আর ভুলব না।

বিদে। দিব্যি করবার দরকার নাই।

বিধু। তোমার ভালবাসায় আমায় ফিরিয়েছে, তোমা-রই ভালবাসায় আমায় আর দুষ্কর্ম্মের ফাঁদে পড়তে দেবে না। ভালবাসায় আমায় কিনে ফেলেছ, আমি তোমারই হলেম। (বিদেশিনীকে হৃদয়ে ধারণ)

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সৌদামিনীর শয়ন-গৃহ।

সৌদামিনী আসীনা।

সৌদা। (গুন্ গুন্ স্বরে গীত)

রাগিণী বারোঁয়া, তাল ঠুংরী।

কত জ্বালা সব বল আর, কেমন বিচার বিধাতার।
যে জন ছিল আপন, দুঃখিনীর হৃদয়-ধন,
হইল তার এমন, নিদারুণ ব্যবহার।
যে দুঃখেতে নিরন্তর, জ্বলিতেছে এ অন্তর,
সে দুঃখে নাহিক যেন, জ্বলে কেহ আর।
কার দোষ দিব আর, সর্ব্বদোষ বিধাতার,
তাই অভাগিনী প্রতি, এত অবিচার।
ওরে, বিধি বলি শুন, জন্ম যদি দিবে পুনঃ,
নারীকুলে জন্ম যেন দিওনা রে আর॥

এখন শুই—আর নিরর্থক রোদন করে কি হবে? শুয়েই বা কি হবে? জগদীশ্বর! তুমি কি আমার অদৃষ্টে এতই লিখেছিলে? যে গাছের আশ্রয় নিলেম, তাই

আমাকে চূর্ণ করলে। আমার কাছে এখন সংসার শূন্য, শ্মশান তুল্য। পেয়েছিলাম অমৃত, তা হয়েছে এখন কাল-কুট। (বিমর্ষভাবে উপবেশন)

(হেমাঙ্গসুন্দরের প্রবেশ)

হেমা। হাহা! আজ আমার বড় দিন। আজ বৃক-ভানু রাজনন্দিনী আমার জন্য কুঞ্জকুটীরে অপেক্ষা করছেন। দস্তুর মতে তার মান বজায় রাখতে হবে, অনেক দিনের পর তার অধর-সুধা পান করব, তাতে যা লাগে তাও দিতে হবে বাবা! কোন্ বেটার ভাগ্যে এমন ঘটে? আমি এত দিন বেশ্যা গুয়োরবেটীর সঙ্গে প্রেমালাপ করেছি, আজ বাবা চিহ্নিত মহালে জমিদারী করব। আজ বাবা আমায় কে পায়! আমার রাধা বিনোদিনীকে চরিতার্থ করব? যদি মান করে থাকে, তবে মান ভাঙ্গব, পায়ে ধরতে হয় ধরব। সে বাবা পা হবে আমার হৃদপদ্ম।

"স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং॥"

সৌদা। এ ভাব কেন?

হেমা। আর কোন্ ভাবে বল বৃকভানু রাজনন্দিনীর মন ভুলবে? (নিকটে গিয়া করযোড়ে)

"স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং॥"

প্রিয়ে! কেন তুমি অমন হয়ে রয়েছ, চন্দ্রাবলীর সঙ্গে কি বিরোধ ঘটেছে?

সৌদা। চন্দ্রাবলী কে?

হেমা। সেই প্রাণ স্বরূপিণী গুণী গোয়ালিনী।

সৌদা। কেন, তার সঙ্গে আমার বিরোধ কি?

হেমা। নয় কেন, সে যে তোর সতিন?

সৌদা। পোড়া কপাল তার। সে কেন আমার সতিন হবে, তার কি ধার করে খেয়েছি, সে কে? ঐ যে কথায় বলে, "মামার গোয়ালে হল গাই, সেই সম্বন্ধে মামাত ভাই।" সে আবার আমার সতিন?

হেমা। নয় কি হয়, একথাটী তার সামনে বল্‌লে বোঝা যেতো। জানা যেতো কার কত জোর।

সৌদা। তুমি যদি অমন কর, তবে আমি এ ঘর থেকে চলে যাব।

হেমা। বাবা! চন্দ্রাবলীর প্রতি তোমার এত রাগ। একেবারে চটে গেলে। চটে গেলে—গেলে, তার বয়ে গেল। আমি চল্‌লেম! বাবা, আমায় রাখাল কেষ্টা পাওনি যে, পায়ে ধরে মান ভাঙ্গব! বাবা, স্ত্রীলোক বলে

বেঁচে গেলে, নইলে তোমার মান না ভেঙ্গে মাথা ভাঙ্গতাম। (গমনোদ্যত)

সৌদা। দাড়াও দাঁড়াও, যেও এখন।

হেমা। আর তোমার কাছে থেকে ফল কি বাবা?

সৌদা। অমন করে যাওয়া অজ্ঞানের কাজ।

হেমা। বাবা অজ্ঞান অজ্ঞান কর না, তা হলে একেবারে সিন্ধুনদী পার করে দেব।

সৌদা। তাতে বড় হানি নাই, এ যাতনা হতে সে ভাল। নিষ্কৃতি পাই। পাষণ্ডের হাত হতে নিস্তার পাই।

হেমা। তবে এড়াও, লীলে সাঙ্গ হোক্। (চুলের মুঠী ধারণ)

সৌদা। (রোদনোন্মুখী হইয়া ঊর্দ্ধ হস্তে) কোথায় জগদীশ্বর! এ দাসীকে রক্ষা কর। আমার স্বামী আমাকে নিজ হস্তে প্রহার করতে উদ্যত। দয়াময় রক্ষা কর, রক্ষা কর।

হেমা। এখন দয়াময় দয়াময় বোলে কাঁদ কেন? পাষণ্ডের হাত এড়াও না? এখন তোমার দর্প কোথায় গেল?

সৌদা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আর যে তোমার কাছে আসে, তোমার মুখ দেখে, তোমার সঙ্গে কথা কয়, তার বড় দিব্যি।

হেমা। বাবা! বড় কড়া ধাত।

[বেগে সৌদামিনীর প্রস্থান।

আমার উপর রাগ করে গেলেন, কথা কবেন না, মুখ দেখ্‌বেন না, কাছে আস্‌বেন না, দিব্যি করে গেলেন। ইঃ— তক্ষকের সঙ্গে বাদ? জলে বাস করে কুম্ভিরের সঙ্গে বিবাদ? আমি কালই শ্বশুর বেটাকে বলে চলে যাব, আমার বাড়ীতে আবার গেলে বার করে দিব, বেটী বাপের বাড়ী থেকে বিগড়ে গেছে। যা বেটি, থাক অশোক বনে, আর অযোধ্যা দেখ্‌তে পাবিনে, আর নবদুর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রকে দেখ্‌তে পাবিনে, সুখে থাক আমার বাপধন গাঁজা, আমি তোমায় নিয়ে সংসারী হব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কেশব বাবুর বাড়ীর অন্তঃপুর।

বিদেশিনী, কামিনী, চপলা ও সৌদামিনীর প্রবেশ।

চপ। হাঁলো বিদেশিনী! বসে রৈলি কেন? রসুয়ের জিনিষ সব যোগাড় করে নেনা? একটু বাদেই যে সব বামন আস্‌বে, তখন কি উনন থেকে ছাই উঠিয়ে দিবি?

বিদে। (বিরক্ত ভাবে) তোর আর আহ্লাদ দেখে বাঁচিনে, যার বাড়ী সে কিছু কর্‌বে না, আমি কেন ব্যস্ত হই? কথায় বলে, 'যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়া পোড়নীর ঘুম নাই" তোরও যে তাই ঘটেছে। গিন্নি তো কাছেই আছে, তাকে বল্‌তে পারিস্‌নে?

কামি। মাইরি ভাই, আজ তুই মুখ ভারী করে আছিস কেন? তোর কি হয়েছে?

বিদে। তুই স্বপ্ন দেখ্‌লি নাকি?

চপ। মিছে কথা নয়, কামিনী যথার্থই বলেছে।

বিদে। আর কি হবে, আমার সোনার জামাই কুসং-

সর্গে প'ড়ে উচ্ছন্ন গেল। আমার যে দশা, মেয়েটীরও সেই দশা ঘট্‌ল, তাই ভাব্‌ছি।

চপ। কেন, কেন, কি হয়েছে?

বিদে। (রোদন করিতে করিতে) আর কি হবে বোন্! নিরপরাধে জামাই মেয়েকে মেরেছে।

কামিনী। এমন তো আমি কোথায়ও দেখিনি? ছি! ছি! এখনকার কালে কি কেউ স্ত্রীকে মেরে থাকে? ওমা যাব কোথা!

চপ। কতকগুলো কুক্কুটে কেউটে এমন আছে যে, তারা বাইরে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারে না, কিন্তু স্ত্রীর কাছে "হাম পাৎসা" বলে দর্প করে।

কামিনী। এও তাই বটে, আমার ইচ্ছে কর্‌ছে, সে সর্ব্বনেশেকে গ্রাম হতে তাড়িয়ে দিয়ে আসি।

চপ। গুণের সাগর নিধিরাম। আচ্ছা করে খেঙ্গরা মার্‌তে হয়।

কামি। আমি যদি হতেম, তবে মারতেম।

চপ। আমি যদি হতেম তবে কৃষ্ণ কাল কি সুন্দর দেখিয়ে দিতেম। আহা! মেয়েটী তো নয় যেন লক্ষ্মী, ঐ মেয়ে বলে অত সহ্য করে, অন্য মেয়ে হলে দেখিয়ে দিত কেমন মজা।

কামি। চুপ কর, বক্‌লে আর কি হবে? [illegible]

ঈশ্বর পুরুষের হাতে আমাদের সমর্পণ করেছেন, অন্যের অধীন করেছেন, তখন ও সব সহ্যই করতে হবে।

বিদে। স্ত্রীলোক স্বাধীন হবে? তারাতো চিরকালই অন্যের অধীন। শাস্ত্রে বলে, বাল্যকালে বাপে, যৌবনে স্বামী, আর বুড় কালে পুত্রে, মেয়ে মানুষকে রক্ষা করে। স্ত্রীজাতি স্বাধীন কোন কালেও নয়।

চপ। আ—রেখে দাও শাস্তর, পুরুষগুলো নিতান্ত শঠ, মনের মত শাস্তর তোয়ের করেছে, যাতে স্ত্রীলোককে শাসনে রাখা যায়, তাই করেছে; হতো আমাদের হাতে কলম, তবে দেখ্‌তে পেতিস, মনের মত শাস্তর তোয়ের করতেম, পুরুষগুলো যাতে আমাদের অধীনে থাকে, তাই করতেম।

কামি। বেশি বিলম্ব নাই, কোথায় নাকি পুরুষ স্ত্রীলোকের অধীন হয়েছে, স্ত্রীলোকেরা জজ হয়ে বিচার কর্‌ছে, আর পুরুষগুলোকে ধরে ধরে ফটকে দিচ্ছে, ফাঁশী দিচ্ছে, দ্বীপান্তর কর্‌ছে।

চপ। পুরুষেরা সেখানে কি কাজ করে?

কামি। আমরা যা করি। সংসারের কাজ করে, আর মেগের পায়ের লাথি খায়।

চপ। তবেতো মন্দ নয়, চল আমরাও ঐ দেশে যাই।

কামি। যেতে হবে না লো, যেতে হবে না। দুদিনের পরে চাঁদ ঘরে বসেই পাবি।

বিদে। চল এখন যাওয়া যাক্।

চপ। হাঁ চল যাই। (কামিনীর প্রতি) তোরা রসুই কর্।

কামি। বস্‌না ভাই, আস্‌তে আস্‌তেই যাবি কেন?

বিদে। একটা কাজ করতে ভুলে এসেছি, আমি যাই।

চপ। তবে আমিও যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কেশব বাবুর বৈঠকখানা।

কেশব বাবু, প্রমথ রায়, চন্দ্রভূষণ, কিশোরী লাল আসীন।

(হেমাঙ্গসুন্দরের প্রবেশ।)

কেশব। এটি কে?

হেমা। এটি তোমার বাবা। এখন চিন্‌লে?

কেশব। বলে কি, পাগল নাকি ?

হেমা। কেন্তায় বলেছি কি? চটেছ বাবা ! আচ্ছা তুমিই আমার বাবা হও। বল্‌তে পারলে না, আমি বল্‌লেম, আমাতে তোমাতে বাপ বেটার মত প্রণয় হ'ক্।

কিশো। এ কে মহাশয় ?

চন্দ্র। আমার দাদা মহাশয়ের জামাতা।

কেশব। বিধুভূষণ মৈত্র মহাশয়ের জামাতা ? আঁ— এই পাত্রে ঐ লক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যা দান ?

হেমা। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন" "গাই কি বলদ ল্যাজ তুলে দেখনি ?" এখন কেঁদে কর্‌বে কি ? আগে বুঝ্‌তে পারনি ? কন্যা দান করলে কেন ? আমি কি সেধে নিইচি ?

চন্দ্র। বাবাজি, রাগ ত্যাগ কর, এঁদের প্রণাম কর এঁরা গুরুতর লোক।

হেমা। আপনাদের উপর কি আমার রাগ হয় ? অনু-রাগ হয়। শ্বশুরের পক্ষের লোক, বল্‌লে হয় না। শ্বশুর বাড়ীর বাঁদরটীও অনুরাগের পাত্র। এসব আইন বান্দার জানা আছে। আমি রাগলে মায়ের নই বাবারও নই বটে, কিন্তু বাবা আমি সকল সময় শ্বশুরের পক্ষের লোকের।

কেশব। আপনার নাম কি ?

হেমা। আমার নাম শ্রীহেমাঙ্গসুন্দর শর্ম্মা ন্যায়ভুষণ।

প্রমথ। আপনাদের ন্যায়ভূষণ আখ্যা?

হেমা। তাইতেই বাবা ন্যায় ভিন্ন অন্যায় কথা বলিনে।

কিশো। পড়াশুনা কিছু আছে?

হেমা। তা ভালই আছে। গোরুচুরি হইতে বৈষ্ণব-বন্দনা পর্য্যন্ত। বাবা! অনেকের ভাগ্যে এতদূর ঘটে না।

(সকলের হাস্য)

কেশব। আহা জামাই তো নয় যেন একটী রত্ন।

হেমা। চিনতে পেরেছতো, এখন পথে এস।

প্রমথ। থাক বেঁচে থাক।

হেমা। (সুর করিয়া) "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চির-জীবী হয়ে" ভাল বলিনি?

কিশো। বিধুভূষণ বাবুর কি কপাল? কেমন সুন্দর জামাই পেয়েছেন।

প্রমথ। শ্বশুরে জামাইয়ে মিলেছে ভাল।

হেমা। মিলবে না কেন? "যেমন দক্ষের জামাই ভাঙ্গড় ভোলা।"

কিশো। যেমন সন্ন্যাসী তেমনি চেলা।

প্রমথ। যেমন নদী তেমনি ভেলা।"

কেশব। "যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।"

কিশো। যেমন জামাই তেমনি শ্বশুর।

হেমা। কবির হাট বসেছে। মধ্যস্থলে এই ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

কেশব। ঢের হয়েছে। চল, এখন যাওয়া যাক্, ডাকতে এসেছে, বেলাও গিয়েছে।

কিশো। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া) উঃ—বেলা নাই দেখ্‌ছি।

কেশব। সন্ধ্যা হয়েছে প্রায়।

প্রমথ। আছে উভয়েরই মান,
শিবের কন্যা শিবেই দান।

কেশব। আমি যদি ঐ ছেলেটীকে পাই, তবে ছমাসের মধ্যে সুধরাতে পারি, উত্তমরূপে লেখা পড়া শিখাতে পারি।

প্রমথ। আমি তিন মাসের ভিতর পারি।

চন্দ্র। ভাল ভাই, তোমরা যদি পার, তবে ক্ষতি কি? আজ হতে উহাকে তোমরাই নাও, যাহাতে একটু ভাল হয়, তাই কর।

কেশব। এ বিষয়ে এখনি উদ্যোগী হব।

প্রমথ। তথাস্তু।

কেশব। পরে দেখ্‌তে পাবেন, কি ছেলে কি হয়েছে।

চন্দ্র। আপনাদের হাত যশ আর আমাদের কপাল।

প্রমথ। কপাল ভাই চিক্‌চিকে।

কেশব। পাতা চাপা।

চন্দ্র। তা হোলে এত হ'ত না, পাতাটা সরেই যেত্তো, পাতর চাপা।

হেমা। বজ্জর পোড়ে পাতরখানা ভেঙ্গে গিয়ে কপালটা টিক্ টিক্ করছে।

কিশো। বেশ বলেছ বাবা! এবার নিমতলার ঘাটে তোমাকে শোয়াতে জমির মৌরশী পাট্টা নেওয়া যাবে।

হেমা। আমি নিমতলাতেই বারমাস থাকি।

কেশব। তবেই যমের উপবাস।

হেমা। আমি প্রতিজ্ঞা করলেম, যাতে আমার চরিত্র ভাল হয় আজ হতে তাই করব। (হাস্য) কেশব বাবু! আমি আপনার শিষ্য হব। আমাকে পড়াতে হবে। কিন্তু বাবা আগে তুমি গাঁজা খাওয়াতে আমার গুরু হও, তবে আমি তোমার শিষ্য হব। অভ্যাস আছে বুঝি, নইলে আমার গুরু হতে চাও। ঠিক কথা বল, তোমার কোন নেশা আছে কি না?

কেশব। (বিরক্ত হইয়া) যা যা গণ্ডমূর্খ, যা মনে আসে তাই বলে। দেখ এ মদের দোকান কি গাঁজার আড্ডা নয়, এ ভদ্রসমাজ, এখানে ভদ্রের ন্যায় ব্যবহার করতে হয়, ভদ্রালাপ করতে হয়।

হেমা। মা সরস্বতি! প্রণাম, শোন মা, আমি সব জানি,

তোমাদের সভ্যতা ভব্যতা গব্যতা আমার সব জানা আছে। তোমরা সব দেখতে চাঁদি বটে, কিন্তু যে বাজিয়ে দেখেছে সেই জানে বাবা তোমরা কি। কাঁচা গাথনি, চূনকাম করা, এই না তোমাদের সভ্যতা? সব জানি, আমাকে তোমার উপদেশ দিতে হবে না। তোমার পেটে যত বিদ্যে তা কল্‌কেতেই প্রকাশ। যখন তুমি গাঁজা খাও না, তখনি তোমাকে জানা গিয়েছে। তুমি যে বাপের কুপুত্র, তার আর পরিচয় দিতে হবে না। এখন আমি খারাপ না হ'তে হ'তে এখান হ'তে যে'তে পারলে বাঁচি।

প্রমথ। এক গাছ দড়ি যোটে না।

হেমা। যোটে কেমন ক'রে? তোমাদের ছাঁদতে বাঁধতে ফুরিয়ে যায়। তোমরা শ্বশুরের পক্ষের লোক, তোমরা শ্রদ্ধার পাত্র, তোমাদের খুরে নমস্কার।

[হেমাঙ্গসুন্দরের প্রস্থান।

কেশব। অতি বেল্লিক। ওর্ আর কিছু হবে না, ওর এখন হাতে হাত-কড়া, পায়ে বেড়ী দেওয়া বাকি। চল আমরা যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কেশব বাবুর বাড়ীর কোন নির্জ্জন স্থান।

মালতী এবং বিধুভূষণ আসীন।

মালতী। তোমার পায়ে ধরি, মিনতি করে বলি, আমাকে পরিত্যাগ ক'র না।

বিধু। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নাই, তুমি এখান হতে দূর হও।

মালতী। আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমাকে বেরাল কুকুরের ন্যায় দূর দূর ব'ল্‌ছ?

বিধু। যে বিষ খেয়েছি, তা' আজও পর্য্যন্ত নীলকণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠে রেখেছি, সেই বিষের জ্বালায় প্রাণ আনুচানু করে, ঐ জন্যেই লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারিনে, ঐ জন্যে স্ত্রী ও কন্যা বিশ্বাস করে না, আবার কি সেই পাপাগুনে পতিত হব? এ বিধুভূষণের দ্বারা তা' আর হবে না, তুমি দূর হও, নচেৎ তোমার ভাল হবে না, পাপীয়সি, আমার নিকট হতে দূর হ।

মালতী। (করযোড়ে) আমাকে পরিত্যাগ ক'র না, আমি একবারে সহায়হীনা হয়েছি, ভাল তোমার যদি পরিত্যাগের বাসনা হয়, তুদিন পরে ক'র।

বিধু। তাই বটে, আগে আমার সর্ব্বনাশ কর। তুই বেটী দূর হ, নচেৎ তোকে কীচক-বধ ক'র্ব। তোর ও মিষ্ট কথাতে আর ভুলিনে, তুই আমার সর্ব্বনাশের মূল কারণ, তোর জন্যই আমি স্ত্রী, কন্যা ও অন্য অন্য ব্যক্তির অপ্রিয় হলেম, সকল দোষই তোর। আমি এখনও বলছি তুই দূর হ—নচেৎ তোর ভাল হবে না।

মালতী। আমি তোমার নিকট সুখের কামনা করি না।

বিধু। তবে কি অর্থের কামনা কর? আমার সমুদয় নিয়েছ, তবু তোমার মন উঠেনি? তুমি কে, যে তোমার কথা শুনে কাজ ক'রব?

মালতী। আমি তোমারই।

বিধু। তুমি আমার কেউ'না, তুই দূর হ, নচেৎ তোর প্রাণ যাবে।

মালতী। প্রাণ তো গিয়েছেই, তবে দেহটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এখন তুমি সদয় হলেই পুনরায় দেহের প্রাণ দেহে পাই।

বিধু। ও বাঁচিনে! এত ঠাট্ কোথায় শিখ্‌লে? বলে,

"দুষ্ট লোকের মিষ্ট হাসি ঘনিয়ে কাছে এসে,
কথা দিয়ে কথা নিয়ে প্রাণ বধে শেষে।"

তা' এত ঠাটে কাজ নাই, আমি এখন যাই, তুমি এখন "গচ্ছ গচ্ছ গৃহে গচ্ছ স্বস্থানে পরমেশ্বরি।"

মালতী। দেখ, তোমার পায়ে ধরি, কথা শুন।

বিধু। পা ছেড়ে মাথা ধ'র্‌লেও আর শুনিনে, তোমারও ভালবাসায় আর ভুলিনে, তোমার ও চোক্ ঘুরুণিতে আর মজিনে, তুমি এখন প্রস্থান কর, নচেৎ প্রহার কর্‌ব।

মালতী। দেখ, আমি তোমার জন্য সকল পরিত্যাগ কর্‌লেম, নৈলে আমি পরম সুখে ছিলাম, শান্ত বাবুর যথা-সর্ব্বস্বের অধীশ্বরী হয়েছিলাম, শেষে তোমার জন্যই আমার এই হ'ল, তোমার জন্যই শান্ত বাবুকে হারালেম, তুমি আমার সকল দুঃখের মূল।

বিধু। তুমি স্বেচ্ছায় কি শান্ত বাবুকে ছেড়েছ? তার সমুদয় সেরে তবে ছেড়েছ, এমন কি, তার শরীরের রক্ত-টুকু পর্য্যন্তও খেয়েছ।

মালতী। আমি তার রক্ত খাই নাই, আমি ডাইন নই।

বিধু। সেও তা ভোলেনি, খোকা নয়।

মালতী। আমাদের এমনি নামই বটে।

বিধু। তোমরা ফকির করে দিতেও কসুর কর না।

মালতী। আমি তোমার তো কোনই অনিষ্ট করি নাই?

বিধু। বাকি রেখেছ কি? আরও সাধু আছে? দু'মা-সের মধ্যে কুঁড়ে ঘর কোটা করেছ, পাঁচ ছ'শো টাকা নগদ নিয়েছ, পঞ্চাশ বিঘে ভূমি লাখেরাজ লিখে নিয়েছ, দুই তিন'শো টাকার অলঙ্কার নি'য়েছ, আমার স্ত্রীর হাতে লো-হার বালা দিয়েছ। তবুও কি মন উঠে না?

মালতী। দেখ, বিনা অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ ক'র না।

বিধু। তুমি দূর হও, কাশীতে যাও, ভিক্ষে মে'গে খাওগে, আমার আশা পরিত্যাগ কর।

মালতী। তোমাকে আমি কখন ছাড়্ব না, তোমার পায়ে ধরি। (হস্তধারণ)

বিধু। (ক্রোধভরে) দুশ্চারিণি! দূর হ, নচেৎ ভাল হবে না।

মালতী। ভাল দেখা যা'ক্, তোমার উপর রাজা উজীর কিছু আছে কি না? আমি এই দণ্ডেই ম্যাজিষ্টরিতে দর-খাস্ত দেব।

বিধু। সচ্ছন্দে। চল, আমি রেখে আসি (চুলের মুটী ধরিয়া) দূর হ সর্ব্বনাশী, নচেৎ মেরে খুনই ক'রব।

মালতী। ডেক্‌রা ছেড়ে দে। নতুবা চীৎকার ক'র্ব, লোক ডাক্‌ব।

বিধু। ডাক্, তায় ক্ষতি নাই। তোমার কালীয়দমনটা পর্য্যন্ত হয়ে যাবে।

মালতী। ছাড়, ছাড়, আমি যাই, আর যদি তোমার আশা করি, তোমার মুখ দেখি, তোমার সঙ্গে কথা কই তবে আমার বড় দিব্যি।

বিধু। (চুল ছাড়িয়া) এখনই যা।

[মালতীর প্রস্থান।

ধিক্, লোকে কেন যে না বুঝে এমন নরকে ডোবে, তাই আশ্চর্য্য! আর না; আমি খুব শিক্ষা পেয়েছি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সৌদামিনীর শয়ন-গৃহ।

চপলা এবং সৌদামিনী আসীনা।

সৌদা। দিদি, উপায় কি? আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

চপ। ভয় কি? এর উপায় অবশ্যই আছে। সুখ দুঃখ চিরকাল সমান থাকে না। চিরকাল কারও সমান যায়

না, দুঃখের পর সুখ আর সুখের পর দুঃখ সকলকারই ঘ'টে থাকে। পরমেশ্বর যদি দুঃখের সৃষ্টি না ক'রে কেবল সুখেরই সৃষ্টি কর্‌তেন, তা' হ'লে সুখ কোথায় থাকত, তা' কেহই অনুভব ক'রতে পা'রত না। দেখ স্বয়ং বিষ্ণুঅবতার রামচন্দ্রের হৃদয়-পুত্তুলী জানকী কত দুঃখ ভোগ ক'র্‌লেন, শেষে ঐ শোকেই ভারত-ভূমি পরিত্যাগ করে বৈকুণ্ঠধামে চ'লে গেলেন। তাই বলি বোন্‌, অত ভে'ব না, পরমেশ্বর অবশ্যই মঙ্গল ক'রবেন।

সৌদা। প্রাণ পরিত্যাগ না ক'রলে এ কষ্ট দূর হবে না। এখন মরাই ভাল।

চপ। এমন কথা ভ্রমেও মুখে এন না, ও মনে ক'রলেও মহাপাপ হয়, তুমি কি শুন নাই যে আত্মহত্যা মহাপাপ?

সৌদা। দিদি, সকলি জানি, তবুও মন বুঝেনা।

চপ। ধৈর্য্য ধ'রে থাক। ধৈর্য্য বই মেয়ে মানুষের আর ভূষণ কি আছে? যদি জগদীশ্বর স্ত্রীদিগকে ধৈর্য্য প্রদান না ক'রতেন, তবে এক দিন সংসার অরণ্য হয়ে প'ড়ত।

সৌদা। দিদি, জন্মাবধি কেবল ধৈর্য্যাবলম্বন ক'রেই আছি, এক দিনের তরেও মনকে সুখী ক'র্‌তে পা'র্‌লেম না।

চপ। অত উতলা হইও না। জগদীশ্বর অবশ্য দিন দিবেন, একদিন না একদিন মনকে সুখী ক'রতে পার্‌বে।

সৌদা। দিদি, আমার মন অত্যন্ত অসুখী, আমি বিবা-

হের পর এক বৎসর কাল পরম সুখে কাটিয়েছি, তার পর হতেই আমার এই দশা উপস্থিত হয়েছে। আমি এক দিনের তরেও ভাল কাপড়খানি পরি নাই, চুলে তেল দিই নাই, এমন কি বিধবারা যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করে, আমিও তাই করেছি, ভাই! আর আমার সহ্য হয় না, আমি এখন গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব। (রোদন)

চপ। বোন্, ছেলে মানুষের মত মিছে কাঁদ্‌লে কি হবে বল দেখি? তবে উপস্থিত দুঃখ কমে বটে, এ ভিন্ন আর কিছু না, বরঞ্চ না কেঁদে যদি ধৈর্য্য ধ'রে থাক, তা হ'লে অনেক উপকার আছে। ঐ যে কামিনী আস্‌ছে।

(হাসিতে হাসিতে কামিনীর প্রবেশ।)

কি লো মুখে যে হাসি ধরে না।

কামিনী। তুমি বল্‌ছ আমার ধরে না, আমি বলি যে শুন্‌বে তারই ধর্‌বে না।

চপ। এত হাসি কিসের লো?—দুঃখের—না—সুখের?

কামিনী। দুঃখের হাসি কি হাসি নয়?

সৌদা। সে যে কাষ্ঠ হাসি, যা'হক বল্, কার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে।

কামিনী। আর কার, তোমারই। হেমাঙ্গসুন্দর—

সৌদা। আমারই? ওমা! কি হলো? (মূর্চ্ছা)

চপ। (ব্যস্ত হইয়া) ওরে একি হলো? ও কামিনী কি

করলি, কেন এমন কথা শুনালি, তুই নিতান্তই পাষাণী। (উচ্চৈঃস্বরে) সৌদামিনী, সৌদামিনী—

কামিনী। আমিতো বেশি কিছু বলিনি, হেমাঙ্গসুন্দরের চরিত্র সম্বন্ধে একটা কথা বল্‌তে যাচ্ছিলেম।

চপলা। তোর যেমন কথার শ্রী, কি করলি দেখ্‌ দেখি? তা যাক্ এখন উপায় কি? (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো তোমরা এস গো, এখানে সর্ব্বনাশ হ'ল।

কামিনী। (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো কে কোথা আছ, শিগ্‌গির এস গো।

(উভয়ের রোদন)

চপলা। কামিনী, শিগ্‌গির জল আর পাখা আন্, ততক্ষণ আমি আঁচল দে বাতাস করি।

কামিনী। এই আমি চল্লেম।

[কামিনীর প্রস্থান।

(সত্বর পদে বিধুভূষণ ও বিদেশিনীর প্রবেশ)

বিধু। কি হয়েছে, কি হয়েছে, চপলা অমন করে চেঁচাচ্ছো কেন?

চপলা। দেখুন এসে অকস্মাৎ সৌদামিনী মূর্চ্ছিত হয়েছে।

বিদে। কি, কি, ওমা কি? কৈ, কোথায়, সৌদামিনী কোথায়, ওমা সৌদামিনী। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে কি হলো রে। (রোদন)

বিধু। নাকে হাত দিয়া দেখ্‌তো?

বিদে। (নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়া) আছে, আছে, এখনও আছে, শিগ্‌গির জল আন, চোখে মুখে জল দাও, বাতাস দাও, আহা! আমার সাধের মেয়ে বড় যত্নের ধন। (রোদন)

চপলা। অত ব্যস্ত হইও না, এখনই ভাল হবে।

(জল লইয়া কামিনীর পুনঃ প্রবেশ)

কামিনী। এই নাও, জল নাও, শিগ্‌গির চোকে মুখে জল দাও, বাতাস কর, এখনি ভাল হবে।

(সৌদামিনীর চোখে মুখে জলদান ও চৈতন্য)

সৌদা। (চক্ষু মুদিত করিয়া) মাগো মলেম! প্রাণ-নাথ! তুমি কি বেঁচে আছ? এই হতভাগিনী বলে কি মনে আছে? এস, একবার এস, কেন ওখানে দাঁড়িয়ে রৈলে? ভয় কি? এস, না হয় একদিন বলে দশ দিন হয়েছে তায় দোষ কি? তুমি কি আমার ত্যাগ করার বস্তু? যাও, যাও, যাও। তোমার মনের ভাব বুঝা গিয়েছে, তুমি গুণী গোয়ালিনীর বাড়ী যাও।

বিধু। এ আবার কি ঘট্‌লো? খেপ্‌ল নাকি? তাইতো উন্মাদই যে হয়েছে, যা কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

সৌদা। (করতালি দিয়া সুরের সহিত) "দেখ দেখি,

সখি সেকি দাঁড়ায়ে। ও যার নাম শুনায়ে আমায় বাঁচালি গো।”

কামিনী। হেমাঙ্গসুন্দরকে একবার আনা কর্ত্তব্য। এমন সময় সে এলে সুস্থ হতে পারে।

বিধু। যাই, আমি লোক পাঠাইগে, তোমরা ওকে ভাল করে শুইয়ে রাখ।

[বিধুভূষণের প্রস্থান।

সৌদা। প্রাণ দিতে যে হলো গো—নাথ! যদি না আসাই মানস হয়েছে, তবে কেন ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে এ দুঃখিনীকে কষ্ট দাও?

বিদে। মা সৌদামিনী! শরীর কেমন কর্‌ছে? বড় অস্থির হয়েছে কি?

সৌদা। তুমি কে, তুমি দূর হও।

বিদে। আমি তোমার হতভাগিনী মা। সৌদামিনী! এস কোলে এস, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক।

সৌদা। (সুরের সহিত) “প্রাণ গেল হে প্রাণবল্লভ! আর যে দেখা হল না, আমি মলেম হে।”

কামিনী। সৌদামিনী, জল খাবে? ধর, জল খাও।

সৌদা। গুণী দিদি! তোমার পায়ে ধরি, আমার প্রাণনাথকে প্রাণে মের না। আমি চাইনে, তোমারি থাক্, তবু সুখে থাকুক।

বিদে। হায়! হায়! এমন সর্ব্বনাশ হবে, এ স্বপ্নেও জানি না।

সৌদা। গুণী দিদি তোমার পায়ে ধরি। তুমি আমার হয়ে প্রাণনাথকে দুটো কথা বলো, তাতে দোষ নাই, বলো, প্রাণনাথ একবার আমার সঙ্গে একটী কথা কইলেই আমার দগ্ধ-হৃদয় সুস্থির হয়। তাকি তুমি বল্‌বে না? দেখ, যে রেতে তাহার সহিত আমার বে হয়, আহা! সে যে কত সুখ, তাহা এক মুখে বল্‌তে পারিনে। গোয়ালিনী দিদি, তুই আমার সতিন্ হয়েছিস্, আমার অর্দ্ধাংশের ভাগী হয়েছিস, আমার দুঃখের কথাও তোকেই বল্‌তে হয়। আহা এক দিন, "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী" এই বলে হাত যোড় ক'রে কত সাধ্‌লে তবু আমার মন মান করেই থাক্‌ল? কেন থাক্‌ল? দিদি, এর নিগূঢ় অর্থ আছে, তা তুমি বুঝ্‌তে পার নাই, তুমি আমাকে আদরের ঢেঁকী মনে করেছ, কিন্তু আমি তা নই, আমার ইচ্ছা যে, ঐরূপ মান করে থাক্‌লে তার সেই মধুর কথাগুলি শুন্‌তে পাব।

(রোদন)

বিদে। সৌদামিনী! এস, কোলে এস, দেখ্ হেমাঙ্গসুন্দর এসেছে।

সৌদা। (উঠিয়া নাচিতে নাচিতে সুরের সহিত)

"স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং॥"

(বসিয়া) প্রাণনাথ! ঐ কথাটি কি আর বল্‌বে না?
বল, বল, আবার বল, ঐ কথাটি তোমার মুখে শুন্‌তে বড়ই
মিষ্ট বোধ হয়।

কামিনী। এ অবস্থায় আর রাখা কর্ত্তব্য নয়, এখন
শোয়ান উচিত।

বিদে। ধর, আমার ঘরে নিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হেমাঙ্গসুন্দরের বাটী। হেমাঙ্গসুন্দর উপবিষ্ট।

হেমা।—

"শুক শারী উড়িয়ে দিয়ে খাঁচায় বসায় কাক।
ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব ইতোর পূজোয় ঢাক॥"

আমারও তাই হয়েছে, আমি সোণার প্রতিমা অকূল সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়ে এতদিন হাড়হাবাতে পেত্নী মাগীকে নিয়েছিলাম, ভদ্রসমাজ পরিত্যাগ ক'রে ইতর লোকের সহবাসে দিন যাপন করতেম, ভ্রমেও সেই মনোহারিণীর মুখচন্দ্রমা স্মরণ করতেম না, নানাপ্রকারে সতীর অপমান করেছি, এখন সেই অভিমানে উন্মাদিনী হয়েছে, আমার মুখ পুনরায় দেখ্‌বে না বলেই উন্মাদিনী হয়েছে, (দীর্ঘনিঃশ্বাস) হবেই তো? না হবে কেন? আমি কুলীনের ছেলে, সুখ ভোগ কাহাকে বলে কখন তা জানতেম না, মায়ের সহিত কুটীরে বাস করেছি, ক অক্ষর মহামাংস তুল্য ছিল, দৈবে সৌদামিনীর সহিত বে হওয়ায় অতুল সুখে সুখী হয়েছিলাম। বিধাতা সে সুখেও বঞ্চিত

কর্‌লেন, বিধাতার দোষ কি? দুর্ভাগ্যই আমাকে সকল বিষয়ে নীরাশ কর্‌লে। তারই বা দোষ কি? আমি আপন পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেছি। ইতর লোকের সঙ্গে, বেশ্যা মাগীকে লয়ে মিছে আমোদে লিপ্ত হলেম, সেই দিন হতে সৌভাগ্য-সূর্য্যও অস্ত গেল, দুরন্ত দুর্ভাগ্য অন্ধকার-বেশে ক্রমে আমাকে আক্রমণ করলে, এখন উপায় কি? উপায় নাই, উপায় থাক্‌তে চৈতন্য হয় নি, এখন উপায় নাই, তাই চৈতন্য হয়েছে। প্রিয়ে! আর কি আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাব না? হতভাগ্যের প্রতি কি একবারে নিদয় হলে? তোমার হৃদয় কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। আমিই তোমার হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি, না, সে কঠিন হবার হৃদয় নয়, আমি তা ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছি। আমি তোমার সমুদয় সুখের মূলোচ্ছেদন করেছি। আমার সৌদামিনী উন্মাদিনী! প্রেমময়ী সৌদামিনী উন্মাদিনী—হা উন্মাদিনী হয়ে কোথায় চলে গেল। (রোদন) আমি দিবারাত্র তোমাকে দুঃখ দিতাম, কত সহ্য করেছ, কত কেঁদেছ, না জানি তোমার কোমল মনে কত ব্যথা পেয়েছ! আমি কি পাসণ্ড, আমারই দোষে তুমি উন্মাদিনী হলে, কোথায় গেলে আর দেখ্‌তে পাব না, আর তোমার সুধাময় প্রেম-আলাপন শুনতে পাব না! আমি যেরূপ পাষণ্ড, আমার সেরূপ শাস্তি হয় নাই।

আমি পাষণ্ডের ন্যায় ব্যবহার করলেম, শাস্তি হ'ল তোমার! আমি যেমন পাপিষ্ঠ, তুমি তেমনই প্রেমময়ী, তাই আমার দণ্ড না হয়ে তোমারই দণ্ড হল!—আমি যেমন তোমাকে জ্বালায়েছি, তেমন তুমি আমাকে জ্বালাতে পারলে ভাল ছিল। আহা! তুমি জ্বালাতে জান না, তুমি কেবল অন্যকে সুখী করতে জান। তাই কি তুমি এত দুঃখিনী হ'লে? আমি কি পাষণ্ড! আমারই দোষে তুমি উন্মাদিনী হ'লে। এই হৃদয়ে তোমার প্রতি কুভাব উদয় হয়েছে, ইহার উচিত দণ্ড হওয়া চাই, (হৃদয়ে করাঘাত) এতে হ'ল না। হৃদয়ে আগুণ জ্বেলে দেওয়া চাই, সাপ দিয়ে খাওয়ান চাই, তা হলে কিছু হতে পারে। এ হৃদয় অমূল্য রত্ন পেয়ে রাখ্‌তে পারলে না, একে ছাই দেওয়া উচিত। হা-আ-আ—(রোদন)। সৌদামিনী আমাকে পরিত্যাগ করে গেল, আমি অকূলপাথারে ভাসলেম, কে আমাকে আর ভাল মুখে দুটো কথা বল্‌বে? কে আমার দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী জ্ঞান করবে? না, আর কারও ভাল মুখে দুটো মিষ্ট কথা বলার প্রয়োজন নাই, কারও আমার সুখ দুঃখে সুখী দুঃখী হবার প্রয়োজন নাই। প্রাণাধিকা সৌদামিনী, তুমি কি আমায় যথার্থই পরিত্যাগ করলে? উন্মাদিনী হয়ে কেন গৃহেই থাকলে না? তা হ'লেও তো দেখতে পেতেম! আমার অদৃষ্ট ক্রমে কি গৃহও ত্যাগ করলে?

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) প্রিয়ে! কেন আমায় পরিত্যাগ করলে? ভাল, যদি এতই অপরাধ পেয়েছিলে তবে কেন আপনি করে আমায় শাস্তি প্রদান করলে না? তা হলে তো এত কষ্ট কখন পেতে হ'ত না। আমি অত্যন্ত নরাধম, নিষ্ঠুর, পাপাশয়, নতুবা কেন প্রাণসমা প্রিয়তমাকে অকালে বিসর্জ্জন দিব! হায়! হায়! রে নিষ্ঠুর মন এর পূর্ব্বে কি তোর কিছু জ্ঞান ছিল না? তুই কেন সেই ডাকিনীর বশীভূত হয়ে প্রাণাধিকাকে অপমান করলি? আগেতো এমন ছিলি না? প্রেয়সী লোকের কাছেত মুখে তোর প্রশংসা করেছেন, এক্ষণে তুই কেন অপ্রশংসার কার্য্য করে তার বিরাগভাজন হলি? রে পাপাত্মা! তুই এক্ষণে স্ত্রীহত্যার দায়ে ঠেকলি। তোর স্থান কোথায়ও হবে না। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) গৃহে আর কি প্রয়োজন এখন "যথারণ্য তথা গৃহ"। আমিও প্রেয়সীরই পথে যাই। শূন্য গৃহে কেমন করে বাস করি। প্রিয়াও যে পথে আমিও সেই পথে যাই।

(প্রস্থানোদ্যত)

নেপথ্যে গীত।

"স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং॥"

কে গান গায়? বোধ হয় আমার প্রিয়তমা সৌদামিনী

হবে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায়! সে কি বেঁচে আছে? বোধ হয় সে এতক্ষণ প্রাণ পরিত্যাগ করেছে।

(উন্মাদিনীর বেশে সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদামিনী।—

"স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং॥"

(অন্যমনস্কভাবে) প্রাণনাথ ভাল আছ?—হা! হা! আমাকে পরিত্যাগ করে ভাল আছ?

হেমা। প্রিয়ে! তোমার এ দশা! বুক যে ফেটে গেল।

সৌদা। অন্যমনস্কভাবে) আমিতো উন্মাদিনী! বল দেখি, কেন তুমি আমায় পরিত্যাগ করলে? কি দোষে পরিত্যাগ করলে? তোমায় কি কখনও কোন মনঃপীড়া দিয়েছি যে, আমায় পরিত্যাগ করলে, আমি কি এত পাপই করেছিলেম্? নাথ! বলব? বলি—বেজার হইও না, দেখ তো স্মরণ হয়? সেই আমাকে চুলের মুটী ধোরে প্রহার করেছিলে? (রোদন) এখন সুখে থাক, তোমার মনস্কামনা পুর্ণ হয়েছে, আমার আশার মূলোৎপাটন হয়েছে, আর কিছুই বাকি নাই। (রোদন)

হেমা। প্রিয়ে! একবার আমার কোলে এস, তোমার হাতে ধরি, মিনতি ক'রে বলি, আমি তোমারই। (রোদন)

সৌদা। (অন্যমনস্কভাবে)

"স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং

দেহি পদপল্লবমুদারং॥"

এই বলে চরণ ধরে সেধেছিলে। সে দিন গিয়েছে, এখন তুমি গুণ্ডী দিদির। তুমি আমার সাতে কথা কইও না, দিদি দেখ্‌লে রাগ ক'রবে। এখন আমি চল্লেম।

হেমা। প্রিয়ে! তোমার পায়ে ধরি, একটি কথা শুন।

সৌদা। আমিতো উন্মাদিনী, আমি এখন চল্লেম। (নাচিতে নাচিতে করতালি দিতে দিতে সুরের সহিত)

"স্মর গরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং,

দেহি পদপল্লবমুদারং।

[সৌদামিনীর প্রস্থান।

হেমা। প্রিয়ে! দাঁড়াও দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে এলেম।

[রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

Press—Calcutta.